তথ্য জানার অধিকার আইন কোথায় দাঁড়িয়ে এখন

রবীন চক্রবর্ত্তী

তথ্য জানার অধিকার আইন চালু হয়েছে বছর তিনেক হল। এই আইনের হালহকিকৎ জানতে একটা সমীক্ষা হয়েছিল। ন্যাশানাল ক্যাম্পেন ফর পিপলস রাইট টু ইনফরমেশন এবং রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যানালিসিস গ্রুপ নামের দুটি বেসরকারি সংস্থা এই সমীক্ষা চালিয়েছিল। এদের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে এই আইনের ব্যবহার বাড়ছে। তবে খুবই ধীরে। মানুষ ক্রমে ক্রমে এই আইনের সাহায্য নিতে এগিয়ে আসছে। এই আইনের সাহায্য নিয়ে মিউনিসিপালিটি এবং সরকারকে দিয়ে কিছু ফেলে রাখা কাজ করিয়ে নেওয়া গেছে। অনেক জালিয়াতির জোচ্চুরি খবর ফাঁস করা গেছে। কিছু ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষও এই আইনের সাহায্য নিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্দ্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদনের জবাব বা তথ্য পাওয়া যায়নি। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে যারা এই আইন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করছে এবং কিভাবে আবেদন করতে হবে, কিভাবে অভিযোগ জানাতে হবে- এই সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য করছে। কিছু কিছু সংগঠন যারা অন্য কাজে নিযুক্ত তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজের সাথে এই আইনের প্রচারের কাজটাও করছে। কিছু কিছু খবরের কাগজে নিয়মিত এই বিষয়ে ভাল-মন্দ নানান ঘটনার খবর ছাপা হচ্ছে। সে সমস্ত ঘটনার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল।

এক

দিল্লি হাইকোর্টের কাছে আদালতের কয়েকদিনের 'কজ-লিস্ট'-এর কপি চেয়ে একটি আবেদন জমা পড়েছিল। দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল যে ওই লিস্ট দেওয়া যাবে না। কারণ কি কারণে এটা চাওয়া হচ্ছে সেটা আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়নি। এডভোকেট দীনেশ খান্না হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লীর চিফ ইনফরমেশন কমিশনারের (সি আই সি-র) কাছে আবেদন করেন। সিআইসি সবার কথা শুনে রায় দেন যে কোর্টের তৈরি করা 'লিস্ট'একবার 'কোর্ট মাস্টার'-এর কাছে পৌঁছলে পর সেটাকে 'পাবলিক ডকুমেন্ট' বলে গণ্য করতে হবে। যেকেউ সেটা তখন দেখতে চাইতে পারে। দেখতে চাইলে কোর্ট সেটা দেখাতে বাধ্য। তাদের তোলা প্রশ্নটিকে সিআইসি এই বলে নাকচ করেছেন যে আর টি আই আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে যে তথ্য জানতে চাইবার সময় কেন চাইছে সেই কারণ জানাবার কোনো দরকার নেই। স্বভাবতই হাইকোর্ট এই রায়ে খুশি হয়নি।

দুই

জনৈক লোখি রাম দিল্লীতে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ায় (সাই-এ) এসসি-এসটি কোটায় অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর পদে নিযুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তার চাকুরি হয় না। তখন তিনি সাই-য়ের চিফ ইনফরমেশন অফিসারের কাছে কি কারণে তার নিয়োগ হল না এই তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। এর জবাব না পেয়ে তিনি দিল্লীর চিফ ইনফরমেশন কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে সিআইসি রায় দেন যে এই তথ্য সরবরাহ না করে সাই-য়ের সিআইও ঠিক করেন নি। এটা শাস্তি-যোগ্য অপরাধ। তিনি আর টি আই আইনের ২০(১) ধারা অনুযায়ী ১০,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করেছেন। সাই কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে চার কিস্তিতে যেন এই টাকা ওই অফিসারের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হয়।

তিন

বিজেপি এবার দিল্লীতে ভোটের আগে আর টি আই আইনের সাহায্য নিয়ে সরকারকে জব্দ করার লাইন নিয়েছিল। তারা আর টি আই আইনের সহায্য নিয়ে

কিছু তথ্য বার করে সেটা প্রচারের হাতিয়ার করে। যেমন গত দু'বছরে দিল্লি সরকার বিপুল অঙ্কের টাকা (৪৫ কোটি টাকা) বিজ্ঞাপন খাতে খরচ করেছিল। এত টাকা ব্যয়ের অনুমোদন ছিল না। এই খবর তারা বের করে তথ্য জানার অধিকার আইনের বলে। এই বেআইনি কাজের বিষয়টি তারা নির্বাচনে প্রচারের কাজে লাগিয়েছিল। রাজীব গান্ধী আবাস যোজনা ব্যর্থতার বিষয়েও একটি তথ্য জোগাড় করেছিল। ওই যোজনায় দরিদ্রদের জন্য ৬০,০০০ গৃহ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৯৪৩৬টি গৃহ নির্মাণের পথে। এটিও তাদের প্রচারের একটা ইস্যু ছিল।

চার

বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোর পর এক পরীক্ষার্থী পেপার-ওয়ারি তার নম্বরের ব্রেক-আপ চেয়ে সার্ভিস কমিশনের কাছে আবেদন করে। কমিশন সেই আবেদন নাকচ করে দেয়। বলে ওইভাবে নম্বর জানান যাবে না। তখন ওই পরীক্ষার্থী স্টেট ইনফরমেশন কমিশনারের (এস আই সি-র) দ্বারস্থ হয়। ইনফরমেশন কমিশনার পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানায় যে ওই পরীক্ষার্থী নম্বরের ব্রেক-আপ জানার অধিকারী। তাকে নম্বর জানান হোক। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এস আই সি-র এই নির্দেশ মেনে নেয় নি। বিষয়টি নিয়ে পাটনা হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট দুপক্ষের বক্তব্য শুনে এস আই সি-র নির্দেশই বহাল রাখে। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে আর টি আই আইনটি করা হয়েছে প্রশাসনের কাজে স্বচ্ছতা আনতে, যাতে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা যায়। নম্বর জানানর এই নিয়মটি বহাল হলে সেই উদ্দেশ্যই সফল করবে।

পাঁচ

দিল্লির হোম ডিপার্টমেন্টের কিছু অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কারণে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যায়। তখন শ্রুতি সিং চৌহান বলে এক ভদ্রলোক তথ্য জানার অধিকার আইন অনুসারে কাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানতে চান। তদন্তের ব্যাপারটা গোপনীয় বলে হোম ডিপার্টমেন্ট এই তথ্য জানাতে অস্বীকার করে। মিঃ চৌহান তখন সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের দ্বারস্থ হন। সি আই সি সব খতিয়ে দেখে রায় দেন যে 'গোপনীয় তথ্য' এই অছিলায় কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি অফিসারকে আড়াল করা যাবে না।

ছয়

উড়িষ্যার পুরী জেলার গোপ ব্লকের বানাখন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি ঘটনা। গ্রামের মহিলারা জানতে পারে যে পল্লীসভা বলে একটা ব্যাপার আছে যাতে গ্রামের সবাই অংশ নিতে পারে এবং বছরে অন্তত একবার সেই পল্লীসভার মিটিং হওয়ার কথা। কিন্তু কখনই সেই মিটিং হতে তারা দেখেনি। মহিলারা তখন ব্লক অফিসে গিয়ে পল্লীসভা ডাকার ব্যবস্থা করার আবেদন জানায়। বিডিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে পল্লীসভার আয়োজন করতে বলে। এই বছরেরই জুলাই মাসের ৭ তারিখ সেই সভা হয়। অবাক হওয়ার ব্যাপার যে সেই সভায় কেবল মহিলারাই যোগ দেয় এবং তারাই আলোচনায় অংশ নেয়।

এই সভা থেকে মহিলারা জানতে পারে যে খুব শিগগির তাদের গ্রামে একটি রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। তখন তারা একটি কমিটি বানিয়ে ফেলে যারা রাস্তা বানানর কাজ তদারকি করবে। এর পর পঞ্চায়েতের কাছ থেকে রাস্তা তৈরির কাজের এস্টিমেট দেখতে চায়। কিন্তু প্রধান সেটা দেখায় না। বলে এস্টিমেট নেই। তড়িঘড়ি কাজ শুরু করার জন্য কাজের এস্টিমেট না নিয়েই কাজ শুরু করা হচ্ছে বলে জানায়। মহিলারা এস্টিমেট দেখানর দাবীতে অনড় থাকে। পঞ্চায়েতের লোকজন কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এর পর কিছু দালাল প্রকৃতির লোক ও ঠিকেদারের লোকেরা ওই মহিলাদের নানাভাবে শাসাতে থাকে। এমন কি বলে যে ওদের নামে পুলিশের কাছে মিথ্যে ডায়েরি করিয়ে তাদের জব্দ করবে।

এই ধরনের হুমকির মুখে ওই মহিলারা তখন আর টি

আই আইনের সাহায্য নেয়। এস্টিমেট দেখতে চেয়ে বিডিও-র কাছে পাঁচটি আবেদনপত্র জমা দেয়। আবেদনপত্রে জানায় যে এস্টিমেট না দেখানো অবধি যেন কাজ বন্ধ রাখা হয়। বিডিও ঝামেলায় পড়ে। প'ায়েত প্রধানকে ব্যবস্থা নিতে বলে। অবশেষে গত ৮ই সেপ্টেম্বর প'ায়েত প্রধান সেই এস্টিমেটের কপি মহিলাদের হাতে তুলে দেয়।

সাত

আর টি আই আইনের ব্যাপারে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে ভাবলে ভুল হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আবেদনপত্র দিনের পর দিন পড়ে থাকছে। ইনফরমেশন কমিশনের কাছে অভিযোগ জমা দিয়েও কাজ হচ্ছে না। হিয়ারিং-এর ডেট পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক সময় বছর ঘুরে গেলেও অভিযোগের সুরাহা হচ্ছে না। আইনে বলা আছে যে- তথ্য সরবরাহে গাফিলতি করবে যে অফিসারেরা, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে কমিশন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। আর টি আই আইন নিয়ে প্রচারের কাজ করছে যে লোকজন তারা মনে করছে এইভাবে চললে এই আইনের কোনো মানেই থাকবে না। তাই আর টি আই অ্যাক্টিভিস্টরা 'সেভ আর টি আই অ্যাক্ট' বলে একটা ক্যাম্পেন শুরু করেছে। এই ব্যাপারে আলোচনা করতে ২১টি রাজ্যের প্রায় দেড়'শ কর্মী গত আগস্ট মাসে দিল্লীতে একটি আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছিল। এর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিল অরভিন্দ কেজরিওয়াল। যিনি আর টি আই আইনের প্রচারক হিসেবে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী সুপরিচিত। এই সভায় ঠিক হয় যে আর টি আই আইন নিয়ে মানুষের অভিযোগ সংগ্রহ করা হবে এবং একটা পাবলিক অডিটের ব্যবস্থা করা হবে।

আট

সম্প্রতি সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের একটি রায়ে খোদ ভারত সরকার বেজায় ফাঁপরে পড়ে গেছে। সম্প্রতি এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতামত চালাচালি চলছে। এই সময় দাবী ওঠে যে এই আলোচনার বিষয় জনসাধারণকে জানতে দিতে হবে। কারণ অনেকে মনে করেছে এই আইনের বিষয়ে সাধারণ মানুষ নিজেদের মতামত তৈরি করতে বা এই বিষয়ে যারা চাইবে তারা যাতে জনমত গঠন করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এই মতামতগুলো জানা দরকার।

এই মর্মে আর টি আই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। বলা হয় যে এগুলি 'ক্যাবিনেট পেপার', 'গোপনীয় বিষয়'। দেখানো যাবে না। এর বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান হয়। কমিশন দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে রায় দিয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে যে এই আইনের সংশোধন বিষয়ে আলোচনাপর্বের সমস্ত কাগজপত্রই 'পাবলিক ডকুমেন্ট'। তাই সেগুলি দেখান যেতে পারে। তবে দেখানর জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশও দেওয়া হয়নি। রায়ের বয়ানে একটু ধোঁয়াশা রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে স্পষ্ট করে যেটা বলা আছে তা হল ড্রাফট-টা রেডি হয়ে গেলে আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ কেউ চাইলে দেখতে দিতে হবে। এমনিতে নিয়ম হল আইনের ড্রাফট হয়ে গেলে সেটা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা। উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ যাতে এর ওপর মতামত জানাতে পারে। এর সাথে যোগ হল যে এবার থেকে আলোচ্য আইনের ওপর বিভিন্ন মন্ত্রকের মতামতগুলিও চাইলে জনসাধারণ জেনে নিতে পারে। সিআইসি-র এই নির্দেশের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কারণ বুঝতে পারছে আগামী দিনে কোনটা ক্যাবিনেট পেপার কোনটা নয় এই নিয়ে বিতর্ক দেখা দেবে। সব ব্যাপারেই মন্ত্রকে মন্ত্রকে কতরকম কূট-কাচালি চলে। সেগুলো সব প্রকাশ্যে এসে যাবে। মন্ত্রীসভায় আলোচনার বিষয় বলে কথা। কি পবিত্র সেই সেসব বাণী! এই মিথটাই ভেঙ্গে যেতে পারে, সেটাই আতঙ্কের বিষয়।

নয়

তথ্য জানার অধিকার আইনের কার্যকারিতা নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল এই বছরের প্রথম দিকে। সোসাইটি ফর পারটিসিপেটরি রিসার্চ ইন এশিয়া বা সংক্ষেপে 'প্রিয়া' বলে যাকে চেনে অনেকে তারা এই সমীক্ষাটা করেছিল। বিভিন্ন রাজ্যের সাড়ে চার'শ মানুষকে ইন্টারভিউ করে তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বেশির ভাগ রাজ্যের স্টেট ইনফরমেশন কমিশনারের উদ্যোগ এবং আগ্রহের অভাব-ই এই আইন কার্যকর হওয়ার পথে একটা বড় বাধা। এদের কাছে হাজার হাজার অভিযোগ এসে দিনের পর দিন জমা হয়ে পড়ে থাকছে। অনেক ক্ষেত্রে বৎসরাধিক কাল কেটে যাচ্ছে। শুনানি হচ্ছে না। কোনো রায় বেরচ্ছে না। কারো বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে না। ফলে যারা তথ্য সংগ্রহ করে দেবে সেই ইনফরমেশন অফিসারেরা দিব্যি গা বাঁচিয়ে চলতে পারছে।

এছাড়া যে অসুবিধেগুলি এই আইন কার্যকর হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ তা হল প্রথমত কোথায় বা কার কাছে গিয়ে তথ্য জানার আবেদন জমা দিতে হবে তার হদিস পাওয়াই শক্ত। অধিকাংশ অফিসে ইনফরমেশন অফিসার বা পি আই ও-ই নেই বা থাকলেও তার হদিস পাওয়া শক্ত। পিআইও-র কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা কম। এমন কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে যেখানে আবেদনকারীকে পিআইও কাছ থেকে রীতিমত ধমকানি শুনতে হয়েছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তথ্যটি সংগৃহীত হল কিনা জানতে বার বার ছুটতে হয়েছে অফিসারের কাছে এমন অভিযোগ করেছে অনেকে।

বড় বড় শহরে তাও আবেদন পত্র যা হোক করে জমা দেওয়া যায়। কিন্তু জেলা এবং ব্লক স্তরে কাজটা খুবই শক্ত। বেশির ভাগ রাজ্যেই এই একই চিত্র। কোথায় জমা দেওয়া যাবে এই মর্মে যে ডাইরেক্টরি থাকার কথা সেটা বেশিরভাগ জায়গাতেই নেই। দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম বার আবেদন করে ব্যর্থ হয়েই চুপ মেরে গেছেন অনেকে। এরপর যে নিয়ম মাফিক দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আপীল করবে সে ধৈর্য অনেকেরই থাকে নি। কারণ তাদের মনে হয়েছে ওসব করে লাভ নেই। - করতে গেলে শুধু শুধু পন্ডশ্রমই হবে।

এসব বলার পরও প্রতিবেদনে জানান হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে স্টেট ইনফরমেশন কমিশন চাইলেও লোকবলের আভাব, অর্থের অভাব এবং আনুষঙ্গিক নানান অসুবিধের কারণে কাজ করতে পারছে না। এটাও সত্য।

দশ

ভারত সরকার তথ্য জানার অধিকার আইন প্রয়োগের ব্যাপারে একটা নতুন ব্যবস্থা করেছে। যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের জন্য। বলা হয়েছে যে এবার থেকে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানর কাজটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা যাবে। কিভাবে করতে হবে সেটা তাদের ওয়েবসাইট খুলে দেখে নিতে হবে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা হল :<www.rti.india.gov.in>

এগার

কলকাতাতেই আর টি আই আইন বিষয়ে প্রচার এবং সহায়তা দেওয়ার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল আর টি আই ম' নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। তথ্য জানার অধিকার আইন নিয়ে কিছু জানার জন্য বা এই নিয়ে কাজ করতে চাইলে এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যোগাযোগ:

মলয় ভট্টাচার্য, ৬৬ ফিয়ার্স লেন, কলকাতা ৭০০০৭৩ ।

মোবাইল: ০৯৪৩৩৬২০১৯২ ।